লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ১৩ ● ১লা অক্টোবর ২০১৩ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

শিশু হৃদয়

বার্তা প্রতিনিধি: জন্ম থেকেই হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগতে থাকা ৬টি শিশুর হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়েই চালু হয়ে গেল শিশুসাথী প্রকল্প। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত শিশুদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার ভার সরকার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ায় অনেক গরীব শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে। প্রথম পর্যায়ে এধরনের রোগে আক্রান্ত ৮০০ শিশুর অস্ত্রোপচার করা হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

খাদ্য আইন

বার্তা প্রতিনিধি: ১২ সেপ্টেম্বর খাদ্য সুরক্ষা বিলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে গেল মানুষের খাদ্যের আইনি অধিকার। এই আইন বলে মানুষ খাদ্য না পেলে মামলা করতে পারবেন। খাদ্য সুরক্ষা আইনে প্রায় ৮২ কোটি ভারতীয় ৫, ৩ ও ২ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল, গম এবং অন্যান্য খাদ্য শস্য পাওয়ার অধিকারী হবেন। এর জন্য বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

ঘন্টায় এক

বার্তা প্রতিনিধি: প্রতি ঘন্টায় ভারতে পণ প্রথার বলি হচ্ছেন একজন মহিলা। এক বেসরকারি সংস্থার রিপোর্টেই এমন তথ্য উঠে এসেছে। জাতীয় অপরাধ নথিভুক্তিকরণ দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে ২০১২ সালে ভারতে ৮২৩৩ জন মহিলা পণের বলি হয়েছেন। এর মধ্যে নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত সব রকম বাড়ীর মহিলারাই রয়েছেন।

বার্ধক্য ভাতা

বার্তা প্রতিনিধি: মৎস্য দপ্তর রাজ্যের বৃদ্ধ ও অসমর্থ মৎস্যজীবীদের প্রতি মাসে এক হাজার টাকা ভাতা দেবে। দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্পে মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারকে এক লক্ষ টাকা ও অসমর্থদের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান তাদের জন্য মাসিক ৭৫ টাকা হিসাবে ৮ মাসের টাকা মালিককে জমা রাখতে হবে। কাজ না থাকার সময় মৎস্যজীবীরা মাসিক ১২০০ টাকা করে পাবেন।

উন্নয়নের পথ খুঁজে পেয়েছে জামিরা

যাদব কুমার মন্ডল : বীরভূম জেলার খরাপ্রবণ একটি ব্লক রাজনগর। এই ব্লকেরই চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ছোট্ট একটি গ্রাম **জামিরা**। ধূসর মাটির এই গ্রামগুলিতে সবুজের দেখা মেলাই ভার। এই গ্রামে বসবাসকারী ৪২টি পরিবারের অধিকাংশই চরম দারিদ্রে ক্ষত বিক্ষত। দু'চারটি পরিবার ছাড়া বাকী পরিবারগুলির অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মতই।

এই পিছিয়ে পড়া দারিদ্র পীড়িত এলাকার মানুষকে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করে দিতে রাজ্য সরকার শুরু করেছে সুসংহত জল বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। এই কর্মসূচি সরকারি হলেও রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লোক কল্যাণ পরিষদকে। এখানে পরিবারগুলির মহিলাদের কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও তাদের পুরুষরা সংসারের উন্নতির ব্যাপারে তাদেরকে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে দেয় না। পরিবারের ভালোমন্দে মহিলাদের কোন কথা খাটেনা। তারা নিজেদের সংসারে পুরুষদের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইলেও পুরুষরা তা মেনে নেয়না।

এরপর পাঁচের পাতায়

কল্যাণীতে কৃষি কর্মশালা

স্বপন মন্ডল: কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক আয়োজিত 'কম্প্রিহেনসিভ স্কিম ফর দ্যা স্ট্যান্ডিং কস্ট অফ কাল্টিভেশান' শীর্ষক এক জাতীয় কর্মশালা নদীয়া জেলার কল্যাণীতে বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক কৃষক আবাসে ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের উপদেষ্টা শ্রী তাপস দত্ত বলেন, ফসলের অধিক উৎপাদন হলে বাজারে তার মূল্য হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। বাজারে দাম কমে গেলেও কৃষক যাতে ন্যায্যমূল্যে তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করে ও কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে ফসল কিনে নেবার তেমন ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে আবার এই মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে অর্থনীতিবিদ্দের ভূমিকার থেকেও রাজনীতিবিদ্দের ভূমিকা বড় হয়ে পড়েছে। আবার ভারতের মুখ্য ফসলগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণে প্রয়োজনীয় উৎপাদন মূল্য নির্ণায়ক প্রকল্প 'কম্প্রিহেনসিভ স্কিম ফর দ্যা স্ট্যান্ডিং কস্ট অফ কাল্টিভেশান' নানা ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ

এরপর দু'য়ের পাতায়

পঞ্চায়েতে ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে উদ্যোগী রাজ্য

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা দিতে গ্রাম পঞ্চায়েতেই ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের এই পরিকল্পনা সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য স্তরের ব্যাঙ্কার্স কমিটির বৈঠকে পেশ করা হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কর্তারা তা লুফে নেন। ব্যাঙ্ক না থাকায় গ্রামের মানুষ যেমন ঋণ নেওয়ার সুযোগ পান না, তেমনি তাদের জমানো সঞ্চয় নিয়েও ছেলেখেলা চলে। তারা ভুঁইফোড় অর্থলগ্নি সংস্থাগুলির ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হন। এক্ষেত্রে তাদের 'টাকা ব্যাঙ্কে জমা

এরপর দু'য়ের পাতায়

মহিলা কিষাণদের আর্থিক বিকাশের লক্ষ্যে কর্মশালা

মনীন্দ্র নাথ মাহাতো: কিষাণদের ক্ষমতায়ন ও তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের রিগিদ গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্প্রতি লোক কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা ফেডারেশনের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে মহিলা কিষাণদের কাজের স্বীকৃতি সহ তাদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। লোক কল্যাণ পরিষদের তাপস ভট্টাচার্য্য মহিলা কিষাণ স্বশাক্তিকরণ পরিযোজনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, মহিলা কিষাণদের কাজের স্বীকৃতি সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটানোই এই পরিযোজনার উদ্দেশ্য। তারা যাতে তাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা পেতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বনির্ভর দলের ফেডারেশনের মাধ্যমে নিজেদের আয়ের পথগুলি খুঁজে বার করে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

পরিষদের সমাজকর্মী তরুন ব্যানার্জ্জী দারিদ্র, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি তুলে ধরে বলেন, এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা রয়েছে সেগুলি যাতে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শ্রমজীবী মহিলাদের কাছে পৌঁছায় সে ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে উদ্যোগী হতে হবে। দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসানে ১০০ দিনের কাজের যথাযথ রূপায়ণ, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা সহ ব্লকের অন্যান্য সহযোগী সংস্থা তথা লাইন ডিপার্টমেন্টের সহায়তামূলক প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, প্রারম্ভিক শিক্ষা সহ শিশু ও সন্তান-সম্ভবা মায়েদের পুষ্টির লক্ষ্যে গ্রামের মহিলাদের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে নিয়মিত স্কুলে পাঠানোর অভ্যাস তৈরি করা প্রভৃতির ব্যাপারে স্বনির্ভর দল, সংঘ, মহাসংঘকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসান, শিশু মৃত্যু ও মাতৃত্বজনিত মৃত্যু কমানো এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সংসদ ভিত্তিক পরিকল্পনাকে পঞ্চায়েত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও সমাজসেবী লখিরাম মাহাতো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে লোক কল্যাণ পরিষদকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং লোক কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলায় মহিলা কিষাণদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলা কিষাণ স্বশক্তিকরণ পরিযোজনা রূপায়িত হচ্ছে।

জমে আছে মামলার পাহাড় বিচারের বাণী শোনাবে কে?

বার্তা প্রতিনিধি: সারা দেশে মামলা মোকদ্দমা জমতে জমতে পাহাড় হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে নিম্ন আদালতগুলিতে ঝুলে আছে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ মামলা। তার মধ্যে ৭৩ লক্ষ হল দেওয়ানি মামলা। বাকীগুলি ফৌজদারি। বকেয়া মামলার ৭০ শতাংশের ভাগীদার হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কর্ণাটক ও রাজস্থান। আন্দামান ও নিকোবর সহ পশ্চিমবঙ্গের নিম্ন আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা ২২ লক্ষ। তার মধ্যে ১৭ লক্ষ ফৌজদারি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে একাধিক উদ্যোগ থাকলেও কাজ চলে ঢিমেতালে। প্রথমেই ধরা যাক, লোক আদালতের কথা। মূল বিচার ব্যবস্থা মারফত মামলার নিষ্পত্তি করতে দেরী হয় বলে লোক আদালতের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। লোক আদালত গঠনের একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যাতে আর্থিক সঙ্গতির অভাবে আইনি পরিষেবা

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

‘মিড ডে মিল’ - প্রশ্নের মুখে

‘মিড ডে মিল’ সত্যিই এখন এক আতঙ্কজনক প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। ‘মিড ডে মিল’ খেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সাগর দ্বীপের কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের প্রায় দেড়শো ছাত্রছাত্রীর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা আবারও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বিহারের এত বড় ঘটনার পরেও প্রশাসনের হুঁশ ফেরেনি। তরকারিতে টিকটিকি, চালে পোকা, তেলের মধ্যে মৃত আরশোলা পরার ঘটনাটাই যেন আমাদের সকলের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। সাগরদ্বীপের এই স্কুলটিতেও তরকারির মধ্যে টিকটিকি আবিস্কার করা হয়েছে। অসুস্থদের মধ্যে অন্তত: ৬০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করার মধ্য দিয়ে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঘটনাটা আদৌ হেলফেলায় বিষয় ছিল না। ‘মিড ডে মিলে’র সমস্ত ঘটনাগুলি একসাথে জড়ো করলে এই প্রকল্পের বাস্তবতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠে আসে। যে ‘খাদ্য’ মানুষের জীবন বাঁচানোর প্রধান উপাদান হিসাবে স্বীকৃত, তাকে নিয়ে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কি বছরের পর বছর ধরে চলতেই থাকবে? কোনও রকমে দু’টো গরীব ছেলে মেয়েদের পাতে একটু ভাত ডাল তুলে দিলেই হল- এই মানসিকতার পরিবর্তনটুকু জরুরী নয় কি? ‘মিড ডে মিল’ প্রকল্প চালাতে গেলে যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তা স্কুলগুলিতে আছে কি? শিক্ষা দপ্তর, ব্লক অফিস ও পঞ্চায়েতগুলি ‘মিড ডে মিল’ প্রকল্প রূপায়ণে কোন ত্রুটি থাকছে কিনা সেটা তত্ত্বাবধান করে দেখেন কি? ‘মিড ডে মিল’ রান্নার সময় শিক্ষক বা গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্যরা তদারকি করেন কি? অনেকগুলি নেতিবাচক প্রশ্নের মুখেই রয়েছে ‘মিড ডে মিল’ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থান। বলতে দ্বিধা নেই, এই প্রকল্পটি নিজেই অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা একটি প্রকল্প কি অন্যের পুষ্টি যোগাতে পারে? প্রশাসনিক স্তরে ভাবনার লেশমাত্র না থাকার জন্য কোনওরূপ সরকারি আদেশনামার প্রয়োজন আছে কি?

প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতে ব্যাঙ্কের শাখা

পড়লে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে গ্রামের সাধারণ মানুষ পুর্ণ নিরাপত্তা পাবে।’ রাজ্য অর্থমন্ত্রীর এই জোরালো যুক্তি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের বেশ পছন্দ হয়। তাদের মতে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা খুলতে না পারার একটি বড় কারণ হল, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের আমানত জমা নিয়ে বা তাদের ঋণ দিয়ে ব্যাঙ্কের কোন শাখাই লাভজনক হতে পারে না। ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলের ব্যবসা বিস্তারের চেষ্টা চালালেও জায়গা কিনে বাড়ী তৈরি করে ব্যাঙ্ক খুলতে যা খরচ হবে তার তুলনায় আয় হবে অনেক কম। কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসের কোন অংশ ব্যাঙ্কের ব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকার অনুমতি দিলে বিনা ভাড়াতেই ব্যাঙ্কের অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের টাকাও এই সমস্ত ব্যাঙ্কে রাখা যাবে। বর্তমানে রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩২৯০। তার মধ্যে ৮৮৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোনও ব্যাঙ্ক নেই। প্রথম পর্বে সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেখানে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নেই। ২০১৩-১৪ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৩৮ করা হবে যেখানে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলেই ব্যাঙ্কের সুবিধা পাবেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে সারা দেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা ছিল ৫৭.১৪ শতাংশ ২০১৩ সালে তা নেমে এসেছে ৩৭.১৮ শতাংশে।

প্রথম পাতার পর

কৃষি কর্মশালা

উপাচার্য ড: বিশ্বপতি মন্ডল তার স্বাগত ভাষণে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য শ্রী চিত্তরঞ্জন কোলে, অধ্যাপক অরবিন্দ মিত্র প্রমুখ। এই কর্মশালায় বিভিন্ন রাজ্যের ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসলের উৎপাদন মূল্য নির্ধারণে নিযুক্ত আধিকারিকরা এ রাজ্যের আধিকারিকদের কাজের ও আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ‘কম্প্রিহেনসিভ স্কিম ফর দ্যা স্ট্যান্ডিং কস্ট অফ কাল্টিভেশান’ এর ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অধ্যাপক অরবিন্দ মিত্র মশলা চাষে বিশেষজ্ঞ ড: দীপক ঘোষের সাথে এরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের অর্থানুকূল্যে ঐ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার আর্থিক উন্নয়নে হলুদ চাষে মানুষকে ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের শ্বেতপত্র প্রকাশ

জয়ন্ত দাস: জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিগত পাঁচ বছরের (২০০৮-১৩) কাজের নিরিখে শ্বেতপত্র প্রকাশ করল। বিদায়ী পঞ্চায়েত প্রধান বিশ্বজিৎ সরকারের মতে এই শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য হল, বিগত পাঁচ বছরে গ্রাম পঞ্চায়েত জনস্বার্থে যে সমস্ত কাজ করেছে তা জনসাধারণকে জানানো। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত সাফল্যের সঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প রূপায়ণের জন্য দু’বার সরকারী পুরস্কার পেয়েছে।

কাজের খতিয়ান এক নজরে

◆ **একশ’ দিনের কাজের প্রকল্প :** এই প্রকল্পে বিভিন্ন সংসদে গড়ে ২২ দিন কাজ হয়েছে। খরচ হয়েছে দেড় কোটি টাকার বেশি। পুকুর খনন ও সংস্কার হয়েছে ৫২ টি। বিভিন্ন সংসদে ১৮টি আর. বি. এম রাস্তা তৈরি হয়েছে। গ্রামীণ কাঁচা রাস্তা যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসের রাস্তা, সাকেরপাড়া রাস্তা, ঘাসিপাড়া রাস্তা, জালদিপাড়া রাস্তা, শেষাপাড়া রাস্তা, ঢিং পাড়া ও বজরা পাড়ার নতুন রাস্তা সহ মোট ১৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

◆ **ভাতা প্রদান :** প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পরে ব্লক থেকে মোট ৭০০ জনকে বার্ধক্য ভাতা, ১২৫ জনকে বিধবা ভাতা, ৫ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা, ২০ জনকে কৃষি ভাতা এবং ইমাম ভাতাও প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সাসফাউ এবং প্রফলাল করা হয়েছে।

◆ **ইন্দিরা আবাস যোজনা:** ৪০০ জনকে (গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ প্রায় ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন) ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাড়ী তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ‘আমার ঠিকানা’তে ঘর দেওয়া হয়েছে এবং ‘গীতাঞ্জলির’ নাম পাঠানো হয়েছে। (এই দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়নি।)

◆ **গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ :** বিভিন্ন সংসদে ১,৫০০ টির উপরে খুঁটি পোতা হয়েছে এবং সবক’টি সংসদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ১,৩৫০টি বি পিএল পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানের ১০ নং লাইন স্বাধীনতার ৬৫ বছর পর আলো পেয়েছে। ৫৪ টি খুঁটির মাধ্যমে ১৩৫ টি পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য সাকের পাড়া, জালাদি পাড়া, শেষা পাড়া রাধার বাড়ী, প্রধান পাড়া, রাজে পাড়া, খাগিড়া পাড়া, বরুয়া পাড়া, বজরা পাড়া, ঘাসি পাড়া, বাজিত পাড়া এবং বালা পাড়ায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে।

◆ **পানীয় জল সরবরাহ:**-সজল ধারা প্রকল্পে জেলা পরিষদের মাধ্যমে চৌরঙ্গীতে একটি জলাধার বসানোর সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে একটি বসানো হয়েছে। পাকা কুয়োর জন্য বিভিন্ন সংসদে ২৮০০ টি রিং মঞ্জুর করা হয়েছে।

◆ **পাকা রাস্তা তৈরি:**- পাহাড়পুর চৌরঙ্গী মোড় পর্যন্ত (P.W.D.Roads), মাহুতপাড়ার রাস্তা (পঞ্চায়েত সমিতি), ঘাসি পাড়ার রাস্তা (উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ), পাতকাটা কলোনীর রাস্তা (উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ), বালাপাড়ার রাস্তা (এম. এল. এ ফান্ড), টি.বি হাসপাতাল পাড়ার রাস্তা (এম.পি. ফান্ড) ও সুন্দর পাড়ার রাস্তা (নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি) প্রভৃতি তৈরিতে মোট ২ কোটি টাকার উপর খরচ করা হয়েছে।

◆ **বস্তি উন্নয়ন:**- ইন্দিরা গান্ধী কলোনীর গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে, যেমন- (হাইড্রেন, পাকা রাস্তা, কালর্ভাট ইত্যাদি) অনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

◆ **পথবাতি:**- রেল লাইন থেকে পঞ্চায়েত অফিস পর্যন্ত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত বুথে, আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে WBSEDCL এর মাধ্যমে। এছাড়াও ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলগেট থেকে গোশালামোড় পর্যন্ত পি.ডব্লু.ডি/ উন্নয়ন পর্ষদ দ্বারা করা হয়েছে। এছাড়া ত্রিফলা লাইট জ্বালানো হয়েছে ২ কিমি রাস্তায় (S.J.D.A.)।

◆ **স্বাস্থ্যকেন্দ্র:**- ঢিংপাড়াতে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হয়েছে।

◆ **অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র:**- ১০ নং লাইনে(ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান) একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে এবং ঢিং পাড়াতে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।

◆ **রান্নাঘর তৈরি:**- পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছে।

◆ **কালভার্ট তৈরি:**- ৫টি কালভার্ট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে বজরাপাড়াতে দু’টি। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে একটি এবং জেলা পরিষদের মাধ্যমে একটি ব্রীজ তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য হল রাধার বাড়ীর কালভার্ট।

◆ **জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প:**-জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের সুবিধা (এন এফ বি এস) ৭৫জনকে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা করে।

◆ **স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বাড়ী তৈরি:**- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব জমিতে ডি আর ডি সি’র আর্থিক অনুদানে ১লক্ষ ৭১ হাজার টাকায় ভবন তৈরি করা হয়েছে।

◆ **পঞ্চায়েতের নিজস্ব বাড়ী তৈরি:**- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব ভবন দ্বিতল করা হয়েছে, তার চারিদিকে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজের জন্য একটি ভবন তৈরি করা হবে। বর্তমানে সেটি মঞ্জুর করা আছে।

◆ **জমি ক্রয় :**- গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশ কাঠা জমি ক্রয় করা হয়েছে।

◆ **জি আর প্রদান:**- গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৫ জন গরীব মানুষকে জি.আর.প্রদান করা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে জামা-কাপড়, ধুতি-শাড়ি, লুঙ্গি, কম্বল, ত্রিপল গরীব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

◆ **জননী সুরক্ষা যোজনা:**- ৬টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১,৫০০ গর্ভবতী মাকে জননী সুরক্ষার অর্থ স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে একটি ‘মাতৃযান’ এ্যাম্বুলেন্স কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেলা শাসকের মাধ্যমে।

◆ **নার্সারী তৈরি:**- ৫টি স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে ২,৫০,০০০ চারাগাছ তৈরি এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কয়েকটি সংসদে বনসৃজনের কাজ করা হয়েছে।

◆ **দু:স্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য:**- প্রতি বৎসর পি আর এফ ফান্ড থেকে সাধ্যমত দু:স্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা হয়।

◆ **হোমিও চিকিৎসালয়:**- ডা:স্বপন কুমার দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। (দুই বৎসর যাবৎ)

◆ **প্যারা লিগাল ভলেন্টিয়ার:**- ৪ জন প্যারা লিগাল ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। এরা গ্রামের মানুষকে আইনি সহায়তা দেবেন। জেলা কোর্টের মাধ্যমে এরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

◆ **আশা কর্মী নিয়োগ:**- গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩০জন আশাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

◆ **শৌচাগার তৈরি:**- বি.পি.এল পরিবারের মধ্যে ২৫০টি শৌচাগার সুলভ মূল্যে তৈরি করা হয়েছে।

◆ **ভরণ-পোষণ বৃত্তি :**- তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ২৫০ থেকে ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে ব্লকের মাধ্যমে।

◆ **বিদ্যালয় শিক্ষা :**- পাতকাটা কলোনীতে একটি জুনিয়ার হাইস্কুল এবং কালিয়াগঞ্জে একটি জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয় তৈরি হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে। এছাড়াও জমিদার পাড়াতে টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল এবং সাহেব বাড়িতে একটি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, প্রধান পাড়াতে আল আমিন মিশন বিদ্যালয় চালু করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

◆ **ড্রেন সংস্কার :**- ভগৎ সিং কলোনীতে একটি নতুন হাইড্রেন করা হয়েছে জেলা পরিষদের মাধ্যমে।

◆ **ঋণ প্রদান:**- এস.সি.পি.-১৪টি, এম.এস.ওয়াই-৩৬টি,এস.এইচ.জি-১০৫টি এবং সংখ্যালঘু-২০টি। সর্বমোট আনুমানিক১কোটি ১৫লক্ষ টাকা ঋণদান করা হয়েছে।

◆ **বিবিধ :**- এছাড়াও অন্যান্য জনসচেতনতামূলক কাজ করা হয়েছে।

◆ **বিচার ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবদান :**- মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যৌথভাবে ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১২ জলপাইগুড়িতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের শিলান্যাস করেন যা পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়িকা

গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত

১. গ্রাম পঞ্চায়েতে উপ-সমিতি কেন গঠন করতে হবে?

পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের দায়িত্ব আগের থেকে এখন অনেক বেড়েছে। গ্রামের জনসাধারণকে ভাল রাখার দায়িত্বও অনেকটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে। এত কাজের ভার একা প্রধান বা উপ-প্রধানের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে বইতে পারা সম্ভব নয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজগুলিকে ভাগ করে নিয়ে করতে পারেন আর গ্রামের মানুষকে ভাল রাখতে পারেন সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের পাঁচটি উপ-সমিতি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। ধারা ৩২ক এর ২ উপধারায় এক-একটি উপ-সমিতি এক-এক রকমের কাজ ভাগ করে নিয়ে করতে পারবে। তাতে সব কাজগুলিই ভালভাবে করা যাবে। অবশ্য, সামগ্রিক পরিচালনার একটা দায়িত্ব প্রধানের উপর (যেহেতু প্রধান ও উপ-প্রধান পদাধিকার বলে সব উপ-সমিতিরই সদস্য) থেকেই যায়।

২. গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতি কখন গঠন করতে হবে?

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে যেদিন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন হবে সেই দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে (৩২ক ধারায় ১ উপধারা) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারিভাবে সভা ডেকে উপ-সমিতির সদস্য নির্বাচন করে উপ-সমিতি গঠন করতে হবে।

৩. উপ-সমিতি কতদিন কার্যকর থাকবে?

গ্রাম পঞ্চায়েত যতদিন কার্যকর থাকবে, উপ-সমিতিও ততদিনই কার্যকর থাকবে। সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রথম সভা থেকে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৫ বছরের জন্য কার্যকর থাকে। উপ-সমিতিগুলিও ঐ ৫ বছর কার্যকর থাকবে। পরবর্তী পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পরে নতুন সদস্যরা ক্ষমতায় এলে আবার নতুন করে উপ-সমিতি গঠন করতে হবে।

৪. গ্রাম পঞ্চায়েতে ক'টি উপ-সমিতি থাকে ও কী কী?

গ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণত ৫টি উপ-সমিতি থাকে।

৫টি উপ-সমিতি হল -

ক) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি।

খ) কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি।

গ) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি।

ঘ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি।

ঙ) শিল্প ও পরিকাঠানো উপ-সমিতি।

৫. যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়েত এই ৫টি উপ-সমিতির বেশি আর কোনও উপ-সমিতি গঠন করতে চায় তাহলে কি করতে পারে?

হ্যাঁ পারে। তবে এই ৫টি উপ-সমিতির বেশি আর কোনও উপ-সমিতি গঠন করতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে রাজ্য সরকারের থেকে অনুমতি নিতে হবে। কেবলমাত্র নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত কোনও উপ-সমিতি গঠন করতে পারবে না।

৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও উপ-সমিতিতে সদস্য হিসাবে কারা থাকবেন?

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ছাড়া বাকি ৪টি উপ-সমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য ও ঐ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য যাঁরা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারবলে সদস্য (পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি বাদে, কারণ তাঁরা পদাধিকারবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নন) - তাঁদের মধ্য থেকেই উপ-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হবেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান সব উপ-সমিতিরই সদস্য হবেন (পদাধিকারবলে)। এছাড়া সরকারি আদেশবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকেও পদাধিকারবলে উপ-সমিতিগুলির সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে, যার তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি আদেশবলে কয়েকজন সরকারি আধিকারিক, কর্মচারী ও পদাধিকারীকে বিভিন্ন উপ-সমিতিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবেও যুক্ত করা হয়েছে যার তালিকাও পরে দেওয়া হয়েছে।

৭. উপ-সমিতিগুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা কি নির্দিষ্ট?

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি ছাড়া বাকি উপ-সমিতিগুলিতে মহিলা সদস্যের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা নেই। শুধু নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতিতে প্রধান ও উপ-প্রধান ছাড়া নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে অন্তত: অর্ধেক সদস্য মহিলা হতেই হবে।

৮. একটি উপ-সমিতিতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন?

একটি উপ-সমিতিতে কতজন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন সেই সংখ্যাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১০ বা তার কম হলে প্রত্যেক উপ-সমিতিতে ১ জন সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে ২০ হলে প্রত্যেক উপ-সমিতিতে ২জন সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২১ বা তার বেশি হলে প্রত্যেক উপ-সমিতিতে ৩জন সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

(এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের সরাসরি নির্বাচিত সদস্য এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির যে সব সদস্য পদাধিকারবলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, তাঁদের সকলকে নিয়েই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য বোঝানো হয়েছে)।

৯. পঞ্চায়েত সমিতির যে সব সদস্য পদাধিকারবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য উপ-সমিতির সদস্য নির্বাচনের সময় তাঁরা কি ভোট দিতে পারবেন?

হ্যাঁ পারবেন।

১০. একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সর্বাধিক ক'টি উপ-সমিতির সদস্য হতে পারেন?

একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সর্বাধিক দু'টি উপ-সমিতির সদস্য হতে পারবেন।

১১. উপ-সমিতির নেতৃত্ব দেবেন কে?

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ছাড়া প্রত্যেকটি উপ-সমিতিতে সেই উপ-সমিতির সদস্যরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সঞ্চালক হিসাবে নির্বাচন করবেন। সঞ্চালকই সেই উপ-সমিতির নেতৃত্ব দেবেন।

১২. সঞ্চালক নির্বাচনের কি কোনও নির্দিষ্ট সময় আছে?

হ্যাঁ আছে। যেদিন উপ-সমিতির সদস্য নির্বাচন করে উপ-সমিতি গঠন করা হবে তার এক সপ্তাহের মধ্যে সেই উপ-সমিতির সঞ্চালক নির্বাচন করতে হবে।

১৩. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য কারা হবেন?

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য হবেন প্রধান, উপ-প্রধান, অন্য ৪টি উপ-সমিতির প্রত্যেকটির সঞ্চালক। এছাড়া সরকারি আদেশবলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্য থেকেও পদাধিকারবলে এই উপ-সমিতির সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে, যার তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলের সদস্য সংখ্যা সব থেকে বেশি সেই দলের নেতাও পদাধিকারবলে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য হবেন।

১৪. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক কে হবেন?

কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদাধিকারবলে সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক হবেন।

১৫. কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ছাড়া কি আর কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারেন?

হ্যাঁ, কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ছাড়া অন্য ৪টি উপ-সমিতির মধ্যে যে কোনও একটি উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারেন। অর্থাৎ প্রধান অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি সহ দু'টির বেশি উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারবেন না।

১৬. উপ-প্রধান কি কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারেন?

হ্যাঁ কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারেন।

১৭. পঞ্চায়েত সমিতির যে সদস্য পদাধিকারবলে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, তিনি কি কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক হতে পারেন।

হ্যাঁ পারেন।

১৮. কোন উপ-সমিতিতে সঞ্চালক হতে গেলে মহিলা হতেই হবে?

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতির সঞ্চালককে মহিলা হতেই হবে।

১৯. কোনও উপ-সমিতির সদস্য যদি কোনও কারণে সেই উপ-সমিতির সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন?

সেই উপ-সমিতির সদস্যকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ সভায় পদত্যাগ পত্রটি গৃহীত হলে তবেই সেই সদস্যের পদটি ফাঁকা হবে।

২০. পদাধিকারবলে যাঁরা উপ-সমিতির সদস্য, অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধান এবং সরকারি আদেশবলে যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী, সরকারী বা আমন্ত্রিত সদস্য উপ-সমিতির সদস্য, তাঁরাও কি কোনও কারণে কোনও উপ-সমিতি থেকে পদত্যাগ করতে পারেন?

না কখনই পারেন না। তবে প্রধান বা উপ-প্রধান যদি কোনও কারণে তাঁর পদ থেকে অপসারিত হন তাহলে সাধারণ নিয়মেই তিনি আর পদাধিকারবলে উপ-সমিতির সদস্য থাকবেন না।

২১. কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক যদি কোনও কারণে সেই উপ-সমিতির সঞ্চালক পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তিনি কার কাছে তাঁর পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন?

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিতে হবে। প্রধানের কাছে লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দেওয়ার পরে ঐ পদত্যাগ পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐ সভায় পদত্যাগ পত্রটি গৃহীত হলে তবেই সেই সঞ্চালকের পদটি ফাঁকা হবে।

২২. পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে যদি কোনও উপ-সমিতির সঞ্চালক বা কোনও সদস্যের পদ ফাঁকা হয়ে যায়, তাহলে সেই পদ আবার কীভাবে পূরণ করতে হবে?

প্রথম উপ-সমিতি গঠনের সময় যে নিয়মে সদস্য নির্বাচন হয়েছিল সেই নিয়মেই আবার সদস্য নির্বাচন করতে হবে। নতুন সঞ্চালক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আগের সঞ্চালক নির্বাচনের নিয়ম মেনে করতে হবে।

২৩. উপ-সমিতির সচিব কে হবেন?

গ্রাম পঞ্চায়েত তার সভায় অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি ছাড়া বাকী ৪টি উপ-সমিতির ক্ষেত্রে সরকারি আদেশবলে উপ-সমিতিগুলির সঙ্গে যুক্ত যে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারী ও সরকারি কর্মচারী আছেন তাঁদের মধ্য থেকেই একজনকে সচিব হিসাবে মনোনীত করবেন। তবে কোনও উপ-সমিতির কোনও আমন্ত্রিত সদস্যকে সেই উপ-সমিতির সচিব হিসাবে নির্বাচিত করা যাবে না।

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই পদাধিকারবলে সচিব হবেন।

২৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সদস্য কি কোনও উপ-সমিতির সচিব হতে পারেন?

না।

২৫. কোনও উপ-সমিতির সচিবের পদ যদি কোনও কারণে ফাঁকা থাকে তাহলে সেই উপ-সমিতির সচিবের কাজ কে চালাবেন?

সেক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবই ঐ উপ-সমিতির সচিবের কাজ চালাবেন। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের পদও যদি ফাঁকা থাকে সেক্ষেত্রে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের কাজ চালানোর দায়িত্ব যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনিই অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সচিবের কাজ চালাবেন। অন্য কোনও উপ-সমিতির সচিবের পদ ফাঁকা থাকলেও তাঁকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

উপ-সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কিত

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি

১. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে?

আর্থিক ব্যবস্থাপনা,বাজেট, তহবিল ও সামগ্রির হিসাব-পত্র রাখা, অডিট, কর ও সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বাড়ানো, অফিস পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিকল্পনা রচনা, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ ও তদারকি, গণবন্টন, পরিকল্পনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্পদ ও তথ্য ভান্ডার তৈরি , দুর্যোগ মোকাবিলা, গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে থাকা হাট, বাজার, ফেরী, জমি, পুকুর, ও অন্যান্য সম্পত্তি পরিচালনা, বাকি ৪টি উপ-সমিতি নিজেদের মধ্যে এবং তার সঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির কাজের মধ্যে সমন্বয় এবং অন্যান্য কাজ যা বাকি ৪টি উপ-সমিতিকে করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

২. অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি মূলত: কী কী কাজ করতে পারে?

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি মূলত: চার ধরনের কাজ করবে-

ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন করবে।

খ) গ্রাম সংসদ পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েত ক্ষেত্রভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবে।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষ যাতে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য কাজ করবে এবং যে সকল কাজের ভার অন্য কোনও উপ-সমিতিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি সেই সব কাজের দায়িত্ব নেবে।

ঘ) বাকি ৪টি উপ-সমিতির মধ্যে তথ্যের বিনিময় ও কাজের সমন্বয় ঘটাবে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে ঐ উপ-সমিতিগুলির যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৩. সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির ভূমিকা কী?

গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪টি উপ-সমিতির সঞ্চালকরা অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য। এই উপ-সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ হল সব ক'টি উপ-সমিতির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিকল্পনা রচনা, রূপায়ণ ও তদারকির কাজে অন্যান্য উপ-সমিতি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া।

৪. বাকি ৪টি উপ-সমিতির মধ্যে সমন্বয় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতি কীভাবে কাজ করতে পারে?

১) যেহেতু বাকি ৪টি উপ-সমিতির সঞ্চালক অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সদস্য, সুতরাং এই উপ-সমিতির সভাতেই বাকি ৪টি উপ-সমিতি কে কীভাবে কাজ করছে এবং কোন উপ-সমিতির কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কী কী তথ্য আছে সেগুলি সব সঞ্চালকই জানতে পারবেন। তার পরে ঐ ৪টি উপ-সমিতির পরবর্তী সভায় সদস্যদের জানাতে পারবেন।

২) অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির সঞ্চালক যেহেতু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিজেই, সেই কারণে এই উপ-সমিতির সভায় অন্য উপ-সমিতির সঞ্চালকদের সঙ্গে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা থাকলে তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করে বিভিন্ন কাজের সুবিধা-অসুবিধা ও কাজ কতটা এগিয়েছে সেগুলি বুঝতে পারবেন। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী সাধারণ সভায় সদস্যদের প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

৩) এর ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোনও সদস্য সকল উপ-সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি

১. কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে?

কৃষি, সবজি ও ফল চাষ, জলসেচ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, সমবায়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, মাছ চাষ, মৌমাছির চাষ, রেশম চাষ, গাছ লাগানো, ভূমিক্ষয়রোধে জলসম্পদ উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প।

শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি

১. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে?

সাক্ষরতার প্রচার ও প্রসার, শিশুশিক্ষা কর্মসূচি, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি, মিড ডে মিল কর্মসূচি, পরিবেশ, জনশিক্ষা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধান, গ্রামীণ জলসবরাহ, গ্রামীণ ডিসপেনসারি ও ক্লিনিক, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রসার, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি।

২. মাসের শেষ শনিবারে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে সভা হয় সেটিই কি উপ-সমিতির সভা?

না। শেষ শনিবারে জনস্বাস্থ্য নিয়ে যে সভা হয় সেই সভাকে কখনই উপ-সমিতির সভা হিসাবে বলা হবে না। তবে যেহেতু এই সভার কাজের ক্ষেত্র এবং উপ-সমিতির কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে মিল আছে, উপ-সমিতি ও সভার কাজে নিকট সম্পর্ক রেখে চলা উচিত হবে।

নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি

১. নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ উপ-সমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে?

স্বনির্ভর দল, স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (এস জি এস ওয়াই), সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প (আই সি ডি এস), জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা, নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকল্প, সমাজকল্যাণ, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী কল্যাণ, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি

১. শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি কী কী বিষয় নিয়ে কাজ করবে?

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, গ্রামীণ কারিগরি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক ও গৃহনির্মাণ, গ্রামীণ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার।

(তথ্য সহায়তা: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, সঞ্চালক, সদস্য, কর্মচারী প্রমুখদের পাঠোপকরণ।)

সবুজ নিকেতন-বেড়ানোর আনন্দ নিকেতন

নাসিরুদ্দিন গাজী: বোলপুর স্টেশন থেকে সবুজবন যেতে আধঘন্টার মত সময় লাগে। পথ কোথাও ভাল, আবার কোথাওবা একটু খারাপ। মাঝে মাঝে পথের দু-পাশে সাজানো বৃক্ষরাজি মন ভালো করে দেবে। সবুজবনের ফটকের ডান পাশে একটা পুরানো বিগ্রহহীন মন্দির, পোড়া ইটের তৈরি। উত্তুঙ্গ শিখরের টেরাকোটার মন্দিরটি কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখবে। সবুজবনের পরিচয় প্ল্যান্ট মিউজিয়াম অ্যান্ড ট্যুরিজম প্লেস হিসেবে। এখানে নানা ধরনের গাছ। সবুজের সমারোহ চারিদিকে। উজ্জ্বল চিক্কন নানা ফুল। প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায় আনন্দে নেচে নেচে। ছায়াচ্ছন্ন পথ হেঁটে পৌঁছতে হয় ফটকের দিকে। কটেজ যেন কাঁচা মাটির। তেমনিই তার কংক্রিটের দেয়াল। উপরে বাঁশ-খড় দিয়ে ঢালু ছাদ বা চাল। এখানে সমস্ত আসবাব বাঁশ দিয়ে তৈরি। যেটুক না হলেই নয় আসবাব সেটুকুই। যৎসামান্য ব্যবস্থা। তবে শৌচালয় আধুনিক এবং ঘর সংলগ্ন। খাবার স্থান ও রান্নাঘর তারিফযোগ্য। গ্রামীণ শিল্পকলা স্থান পেয়েছে দেয়াল চিত্রে। খাবারের জায়গাটা বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি। সবজি থেকে মাছ-মাংস প্রভৃতি উৎপাদিত হয় সবুজবনে।

খোয়াই এর হাট : সবুজবন থেকে বোলপুরের দিকে খোয়াইয়ের হাট। প্রতি শনিবার হাট বসে। গাছ-গাছালির ফাঁকফোকরে, মাঠের ধারে,খালের অদূরে। বেশিরভাগ ক্রেতারা আসেন গাড়িতে। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ হয়ে যায় জায়গাটা। হাটের ক্রেতার সঙ্গে দর্শকও সমানভাবে পাল্লা দেয়। প্রায় বেশিরভাগই অভিজাত শ্রেণীর লোক। বিক্রেতারাও বেশ স্বচ্ছল। তবে গরীব বিক্রেতাও আছেন। দু'টো পয়সা রোজগারের আশায় অনেক দূর থেকে বোঝা নিয়ে হাটে আসেন। খোয়াইয়ের হাট কিন্তু মনে দাগ কাটবেই।

বাউলের সুর: বীরভূমে যাবেন,বাউলের দেখা পাবেন না, তা কখনো হয় নাকি? স্থানে স্থানে দেখবেন গেরুয়া বসনে সজ্জিত বাউলদের। তারা বসে গিয়েছে একতারা হাতে, গানের ডালি নিয়ে। তাদের গান শুনে কেউ কেউ টাকা পয়সাও দেয়,আবার কেউ কেউ শুধু ছবি তুলেই চলে যায়। বাউল গানের সঙ্গে তবলা সংগতে কোথাও কোথাও তবলচির দেখাও মিলবে। কোথাও দেখা যাবে একা একা আপন মনে গান গাইছে বাউল। দেখলে মনে হবে,মনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে অনেক দু:খ। আবার এই দুখিদের মধ্যেই হয়ত কেউ কেউ কারুর হৃদয়ে একটু মায়া জাগিয়ে তাদেরই আপন করে নিয়েছেন।

হস্ত শিল্প: চাদর বা র‍্যাপার, শাল, হাতের কাজের নানা কুটির শিল্প সামগ্রীর সম্ভার সাজিয়ে বসে আছেন দোকানিরা। এখানে মিলবে একতারার মতো সংগীতের যন্ত্রও। পাবেন সেলাইয়ের নানা সামগ্রীর সম্ভার সাজানো দোকান। পাবেন শান্তিনিকেতনি বুননের নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, মেয়েদের সাজগোজ করার জিনিস। ঘরোয়া ব্যবহারের নানা সামগ্রীর মধ্যেও পাবেন যথেষ্ট ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্যতা। হাতে আঁকা পটচিত্র এবং নানা ধরনের মূর্তি। পাটিসাপটা থেকে পিঠেপুলি কি নেই এখানে।

আমার কুটির: বৈচিত্র্যময় ও সমসাময়িক বস্ত্র শিল্পের বিপণন কেন্দ্র। এটাকে সবাই জানেন 'আমার কুটির সোসাইটি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট' নামে। এই কেন্দ্রটির সামনে পূর্ণাবয়ব এক রবীন্দ্র মূর্তি পাবেন। সামনের এক বেদিতে বাউল সংগীত সাধকরা বসেন। পাশেই চর্মশিল্পের এক কারখানায় তৈরি হয় চর্মজ দ্রব্য। এখানে ঘুরে ঘুরে নির্মাণ পদ্ধতি দেখার সুবিধা রয়েছে। কারখানার পিছনে খোয়াই।

সুরুলের পথে সূর্যাস্ত: সুরুলের চলার পথে শালবন। সেখানে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা আপনার তালিকার মধ্যে শ্রেষ্ট আকর্ষণ বলা যেতে পারে। সুরুলে রয়েছে জমিদারের জামাতা। রাজবাড়ি নামেও যা সমধিক পরিচিত। একপাশে প্রথমেই দূর্গামন্দির। নীচে দূর্গা মন্ডল। সুরুলের দূর্গাপূজো খুব সাবেকি। এই পূজো নিয়ে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। এই প্রাচীন পূজোয় জনসমাগমের কোনো ঘাটতি নেই।

অজয়ের বাঁধ: চওড়া নদের বুকে সংকীর্ণ জলাধার। শুধু বালি আর বালি। নদীর ভিতরেই চলেছে চাষাবাদ। গরু-লাঙল নিয়ে বাঁধের উপর হেঁটে যায় কৃষককুল। অজয়ের ভিতরেই বড় তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। কাঁটা ঝোপে নানা ফুল। পোকা-মাকড়, প্রজাপতি খেলে বেড়ায়।

অপেক্ষায় ক্ষুদ্র ভারত: কপাল ভালো হলে সাক্ষাৎ পাবেন সবুজবনের কর্ণধার আবদুস সালিমের সঙ্গে। সবুজবনকে যে আদতে 'মিনি ইন্ডিয়া' বানানো উদ্দেশ্য তাঁর। ছোটো ছোটো করে ভারতের সমস্ত রাজ্যের উপস্থিতি থাকবে এর মধ্যে, আরো কিছু 'স্বপ্ন' শুনবেন তাঁর মুখে। বর্তমানে সবুজবন তথা সালিম

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বনির্ভর দল করেই মহিলাদের সক্ষমতা বেড়েছে

আজ থেকে ১০ বছর আগে যখন আমাদের এই ঝালদা-২ নং ব্লকে স্বনির্ভর দল গঠন করা হয় তখন দাদারা দিদিদের সম্পর্কে অনেক রকমের উপহাসের কথা বলতেন। হ্যাঁ, দাদারা তো খাইয়ে দাইয়ে এতটা উন্নত করল, এরপর দিদিরা খাওয়াবে। এ সবগুলো ফালতু কথা, সব ভাঁওতাবাজি। এই রকম পরিস্থিতিতে যে দিদিরা উদ্যোগী হয়ে দল তৈরি করেছিলেন সেই দিদিরাও ভয়ে চুপ করে থাকতেন। কোথাও মিটিং থাকলে ভয়ে ভয়ে যেতেন, কারণ বাড়ীতে শ্বাশুড়িরা বকাবকি করতেন। মিটিং শেষে বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞেস করতেন, কি গো, তোমাদের আজ মিটিং হল? দিদিরা যদি মিটিং-এ বলতেন যে, স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গর্ভবতী মাকে দু'টো ইনজেকশন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তখন শ্বাশুড়ি বকাবকি করতেন এবং গজগজ করে বলতেন, আমরা ইনজেকশন নিইনি বলে কি মরে গেছি? যখন বলা হয় যে বাচ্চাদেরও মাসে মাসে পোলিও খাওয়াতে হবে, তখনও আমাদের উপহাস করা হত। বাড়ীর লোকে এ এন এম দেখলে বাড়ীর পেছনে লুকিয়ে থাকতেন। এ এন এম দিদিরা যাওয়ার পর বাড়ীতে ঢুকতেন। আর বাড়ীতে যখন বলা হত যে ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না তখনও অনেক রাগারাগি, অশান্তি হত। হাসপাতালে বাচ্চা হবে একথা শুনলেই তো শ্বাশুড়ি এবং বাড়ীর পুরুষরা অনেক রাগ করতেন এবং বাড়তি ঝামেলা তৈরি করার জন্য আমাদের গালমন্দ করতেন। দল করে এখন আমরা আরও অনেক কিছু বুঝতে পারছি। যেমন, আমরা দীর্ঘদিন এতটাই কুসংস্কারের মধ্যে ছিলাম যে বাড়ীর বাইরে যেতে পারতাম না। কোন গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল না। কোন অফিস সম্বন্ধে জানা ছিল না। এমনকি, পঞ্চায়েত অফিসে কি কাজ হয় সেটাও আমাদের জানা ছিল না। এখন আর মহিলাদেরকে বোঝাতে হচ্ছে না যে সদস্য বা প্রধান কে এবং তাদের কাজ কি কি? পঞ্চায়েত প্রধানের কাজ, সদস্যদের কাজ এগুলো সম্পর্কেও আমাদের কোনও ধারণা ছিল না। আমার ভাল লাগার কারণ হল, দল করে মানুষ এইটুকু চিনতে বা বুঝতে পেরেছেন এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সম্পর্কেও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। দল করে মহিলারা আরও বুঝেছেন যে, লেখাপড়া জানা দরকার, কারণ আমাদের তো বুড়ো হয়েও সই করতে হচ্ছে। দলের মেয়েরা যাতে ভালভাবে লিখতে বা পড়তে পারে সেজন্য যতটুকু সাধ্য দিদিরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর আমরা এখন বাড়ীর মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি। পড়াশোনা করতে করতে বাড়ীর লোকেরা বিয়ে দিতে চাইলে আমরা বলছি, মেয়েকে ১৮ বছরের আগে তো নয়ই, আরও দু'বছর পরে বিয়ে দেব। যে সমস্ত মহিলারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন, সেই মহিলারা আজ নিজেরাই বুঝতে পারছেন আগে আমরা ভুল করেছিলাম, এখন আর ভুল করব না। বুঝতে পারলাম, জানতে শিখলাম এটা আমার মত এখন অনেক মহিলারাই বুঝতে পারছেন। দল করা মানেই মাসে মাসে টাকা জমা করা নয়। আমার মনে হয় লোক কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে মানুষ আরও উন্নতির দিকে এগোবে। কারণ, লোক কল্যাণ পরিষদের প্রচারে মানুষ সচেতন হচ্ছেন বা তাদের জানার আগ্রহ বাড়ছে। আরও উন্নতি করতে হলে কাজে লেগে থাকাটাই আসল কথা।

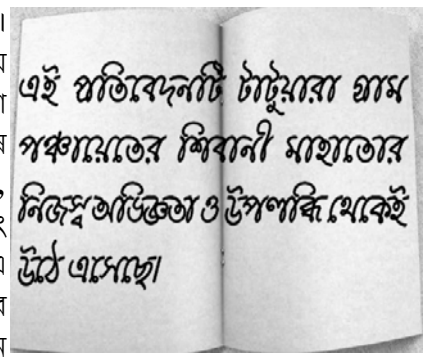

প্রথম পাতার পর...

উন্নয়নের পথ খুঁজে

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান লোক কল্যাণ পরিষদ এখানে জলবিভাজিকা কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু করার পর থেকেই গ্রামের মানুষরা পরিষদের কর্মীদের সান্নিধ্যে আসতে শুরু করেন। কর্মসূচি রূপায়ণের শর্তানুসারে স্বনির্ভর দল গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহিলাদের সাথেও দফায় দফায় মিটিং করা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনে মহিলারা যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের জন্য মহিলাদের মধ্যে প্রচন্ড আগ্রহ থাকলেও বাড়ীর পুরুষদের বাধায় তারা এগোতে সাহস পান না। তবুও, পরিষদের কর্মীদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় নানা ধরনের বাধা বিপত্তিঅতিক্রম করে এই গ্রামে চারটি স্বনির্ভর দল-জয় মা দুর্গা স্বনির্ভর দল, মনসা স্বনির্ভর দল, নারায়ণ স্বনির্ভর দল, সত্যনারায়ণ স্বনির্ভর দল তৈরি করা হয়। দল তৈরির প্রাথমিক পর্বে পুরুষরা পরিষদের কর্মীদের প্রতি রাগত স্বভাবের আচরণ করলেও ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। দল গঠনের পর মহিলাদের নানা ধরনের কাজের সাথে পরিচিতি ঘটাতে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেরকে ইলামবাজার ব্লকের মঙ্গলডিহি ও শীর্ষা গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার স্বনির্ভর দল থেকেও এখানকার স্বনির্ভর দলের মহিলারা কাজের অনুপ্রেরণা পান। তার সাথে যুক্ত হয় পরিষদের

কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া নতুন নতুন ভাবনা। ইলামবাজার ব্লকের স্বনির্ভর দলের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এখানে ৪টি স্বনির্ভর দলও পেঁপে গাছের নার্সারি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিষদের পক্ষ থেকে তাদেরকে নার্সারির প্রশিক্ষণ ছাড়াও বীজ, ঝাড়ি, পলিথিন, বেড়াজাল প্রভৃতি উপকরণ কিনে দেওয়া হয়। প্রতিটি দল বাঁশ কিনে বেড়া তৈরি করে। চারটি দল মিলে মোট দশ হাজার চারা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সুসংহত জলবিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির অধীনে ২৪ টি মৌজায় ৪৪৮৯ টি পরিবারকে পেঁপের চারা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ৪টি স্বনির্ভর দলের কাছ থেকে চারা প্রতি ২ টাকা মূল্যে ৮৩০৪ টি চারা কিনে নেওয়া হয়। জয় মা দুর্গা স্বনির্ভর দল ২৩০৪, মনসা স্বনির্ভর দল ২৪০০, নারায়ণ স্বনির্ভর দল ২০০০ এবং সত্যনারায়ণ স্বনির্ভর দল ১৬০০ পেঁপের চারা তৈরি করে। তাছাড়া সদস্যরা নিজেরাও ছোট ছোট বাগান করতে শুরু করেন। অড়হর, লাফা(বরবটি) ডাটা কলমি প্রভৃতি লাগানো হয়। নার্সারি বেডের চারপাশে অড়হর লাগানো হয়। স্বনির্ভর দলের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মহিলারা তাদের স্বামীদের মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হন। ধীরে ধীরে তারা পরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তারপর থেকে পরিবারের মহিলা পুরুষ সবাই মিলে শুরু হয় অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের রাস্তা খোঁজা। আজ মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও সমান তৎপর। গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী, স্বনির্ভর দল ও সাধারণ মানুষের মেলবন্ধনই উন্নয়নের ত্রিভুজ। গ্রামীণ জনজীবনে ত্রিভূজের বিকল্প খুঁজে পাওয়াইতো মুশকিল।

প্রথম পাতার পর

জমে আছে মামলা

থেকে বঞ্চিত না হন।

আসলে দুর্বল শ্রেণীর মানুষকে নিখরচায় আইনি সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে লিগাল সার্ভিসেস অথরিটিজ অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। ২০০২ সালে এই আইন সংশোধন করে জনপরিষেবার ক্ষেত্রে স্থায়ী লোক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর আগে ছিল ন্যায় আদালত, যেখানে ছোটখাটো ব্যাপারগুলি মীমাংসা করা হত। লোক আদালতের পরিসর অবশ্য কিছুটা বড়। লোক আদালতের বৈশিষ্ট হল-

■ আদালতে না গিয়ে লোক আদালতে যাওয়া যায়।

■ বিবদমান পক্ষগুলি চাইলে নিজেরা বোঝাপড়া করে আদালতে ঝুলে থাকা দেওয়ানি মামলা ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে। তবে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার/আঘাত/মৃত্যু প্রভৃতি কয়েকটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া।

■ লোক আদালতের ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের একটি বড় সুবিধা হল এখানে কোন কোর্ট ফি লাগে না। আসল কথা হল, বাদি বিবাদি উভয় পক্ষেরই লোক আদালতে যাওয়ার সদিচ্ছা থাকতে হবে এবং আদালতের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে হবে।

নানা ধরনের সুবিধা ও সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে লোক আদালত সাড়া ফেলতে পারেনি। অথচ বিহার, গুজরাট, হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িষা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে লোক আদালত যথেষ্ট সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, গুজরাটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গুজরাটে যেখানে একটি লোক আদালতে বছরে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা ৩,৫০০ থেকে ৫০০০।

লোক আদালত ছাড়াও রাজ্যে রয়েছে পারিবারিক আদালত। বিবাহ, দাম্পত্য ও অন্যান্য পারিবারিক বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে এই আদালত প্রথম তৈরি হয়। দশ লক্ষ বা তার বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট এলাকায় এই আদালত স্থাপনের কথা। এখানে মহিলা সংক্রান্ত মামলাই মূলত: বেশি। যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোষ, সম্পত্তি বন্টন ও সন্তানের ভরণপোষণ, সন্তানের দেখভালের অধিকার, পারিবারিক হিংসা প্রভৃতি। মহিলাদের ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির দ্বাদশ রিপোর্টে প্রত্যেক জেলায় একটি করে পারিবারিক আদালত গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। এই আদালত গঠন এবং তার কাজকর্ম চালানোর অর্ধেক খরচ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গে পারিবারিক আদালত গঠনে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে পারিবারিক আদালতের সংখ্যা মাত্র ৩। অথচ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে আয়তনে ছোট কেরলের মত রাজ্যে পারিবারিক আদালতের সংখ্যা ১১। কেরলে যেখানে পারিবারিক আদালতে বছরে গড়ে ১৯ হাজার বিবাদের নিষ্পত্তি হয় সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা ৫০০ ও কম।

চারের পাতার পর

বেড়ানোর আনন্দ নিকেতন

নার্সারি অ্যান্ড এগ্রি-হর্টিকালচার ফার্ম। ১৮০বিঘা জমিতে গাছপালার সঙ্গে রয়েছে জলাশয়ও। তালগাছে বাবুইয়ের বাসা দোলে। দোল খায় আবদুস সালিমের মনের কোণে হাজারো স্বপ্ন। অজয়ের নাব্যতা বাড়িয়ে প্রায় ৫০কিমি দূরের কাটোয়া পর্যন্ত লঞ্চ চালানোর বাসনা সালিম সাহেবের। ওখানেই গঙ্গার সংযোগ। তাতে গ্রামের মানুষের জীবন-জীবিকায় আসবে জোয়ার। স্টিমার চালানোর পাশাপাশি রয়েছে রোপওয়ের ভাবনাটিও। তারপর রয়েছে সবুজবন ঘিরে টয়ট্রেন বিনোদনের স্বপ্ন। তিনি আরও বলেন, প্রাকৃতিক অবদান কাজে লাগিয়ে নীরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় কৃষিভিত্তিক গ্রামকেন্দ্রিক শহর গড়ে তোলাই উদ্দেশ্য। এর ফলে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মানুষও উপকৃত হবেন। তিনি চান হাজার গরু নিয়ে হবে দুধের ফার্ম। গ্রামে পরিবার পিছু দেওয়া হবে ১০/১২টি করে গরু। এই সমস্ত গরুর গোবর নিয়ে তৈরি হবে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট।

কংকালি দর্শন: প্রান্তিক রেলস্টেশন বোলপুরের পরেই। তার কাছাকাছি দেবীর থান। জাগ্রতা দেবী হিসাবে মান্য করেন সকলেই। একান্ন পীঠের এক পীঠ হিসেবে খ্যাতি আছে। সতীর কাঁকাল পড়েছিল এখানে। কোপাই তীরের মহাশ্মশানে পাঠ-ভৈরব রুরু। পীঠ দেবী হলেন বেদগর্ভা। একপাশে মায়ের অন্নভোগ রান্নার ঘর। দেবীর থানে এলে ভালো লাগে নানা ধরনের যাত্রী, পূজারী, ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের আন্তরিক মেলবন্ধন দেখে।

যাতায়াত ও যোগাযোগ: হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বোলপুর (শান্তিনিকেতন)। তারপর গাড়িতে সবুজবন।

সবুজবনে ১১টি কটেজ রয়েছে। ভাড়া ৫০০-১১০০ টাকা। খাওয়া ৮০-১৫০ টাকা। ফোন-ফিরোজ ৯১৫৩১৯৩৪৫৮

(মনে রাখবেন ব্রাহ্মসমাজ উদ্‌যাপন দিবস উপলক্ষে বোলপুর বন্ধ থাকে বুধবার)।

চাষবাসের কথা

মেথি শাকে কমায় সুগার লাল শাকে বাড়ায় রক্ত ব্রাহ্মী ঠেকায় স্মৃতিভ্রংশ নিয়মিত শাক খেলে শরীর হয় না ধ্বংস

বার্তা প্রতিনিধি: আমরা ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় পালং, নটে, কলমী, সরষে শাকের গুণাগুণ নিয়ে আলোকপাত করেছিলাম। এবারের আলোচনায় মেথি শাক, লাল শাক, ব্রাহ্মীশাক এবং সজনে শাকের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করব।

মেথি শাক: মূলত: শীতকালেই এই শাক পাওয়া যায়। একটু তেতোভাব থাকলেও এই শাকে পুষ্টির অভাব নেই। জীবাণুনাশক রূপে অনেক রান্নায়ও ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত রোগে মেথি শাক যথেষ্ট উপকার দেয় সেগুলি হল; -

- এই শাক কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে।
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- পায়খানা পরিস্কার রাখে।
- হজম শক্তিতে সহায়তা করে।
- অ্যালকোহলিকদের লিভার সমস্যার প্রতিরোধক রূপে কাজ করে।

তবে এই শাক অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। সপ্তাহে দু'তিন দিন অল্প অল্প খেলে উপকার ছাড়া অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতিমাত্রায় খেলে পাচক রসের ভারসাম্য নষ্ট করে। যাদের কিডনি স্টোন আছে বা হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাদের পক্ষে মেথি শাক না খাওয়াই ভাল।

লাল শাক: লাল রং এর সুস্বাদু এই শাকটি খেতে যেমন মুখরোচক তেমনি আবার শরীরের জন্য যথেষ্ট উপকারী। এই শাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এই শাকের পাতা, ডাঁটা, সবটাই খাওয়া যায়। শরীরে রক্তাল্পতার অভাব দূর করতে এই শাক যথেষ্ট উপকারী। এই শাকে রয়েছে ভিটামিন এ, সি, ফলেট, থিয়ামিন, নিয়াসিন, রাইবোফ্লোবিন। আবার খনিজ হিসাবেও ক্যালশিয়াম, আয়রণ, পটাশিয়াম, জিঙ্ক, কপার ও ম্যাঙ্গানিজ থাকে। কপার ও ম্যাঙ্গানিজ রক্তের লোহিত কণিকার স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে। এই শাকে সামান্য পরিমাণে অ্যামাইনো অ্যাসিডও রয়েছে। এই শাক রান্নার সময় আগুনের তাপ ও জলের মাত্রা বেশি পরিমাণে থাকা উচিত। তাহলে এই শাকের দূষিত যৌগগুলি যেমন অক্সালেট, ফাইটিক অ্যাসিড, ট্যানিন প্রভৃতি কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়।

ব্রাহ্মী শাক: ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্রাহ্মীর পরিচিতি স্নায়ুতন্ত্রের নানা অসুখ যেমন, মৃগী, মস্তিস্কের বিকার প্রভৃতির উপশমকারী হিসাবে। প্রথমেই দেখা যাক, শরীরের কোন কোন রোগের চিকিৎসায় ব্রাহ্মী শাক সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সেহপেসটাইন, ম্যানিটল, স্যাপুনিন, ব্যাকোসাইড এ এবং বি উপাদানে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মী শাক-

- মৃগী ও মস্তিস্ক বিকার,
- স্মৃতিশক্তি বাড়ানো,
- প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ানো,
- রিউম্যাটিক আর্থারাইটিস ও হাঁপানির মত রোগ উপশমে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

তবে ব্রাহ্মী শাক অত্যাধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। এতে শরীরের সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

সজনে শাক: মরশুমি শাক হিসাবে সকলের প্রিয় এই শাক। পাতা, ফুল, ডাঁটা সব কিছুই খাওয়া যায়। সজনেতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এ, বি, সি ভিটামিন যুক্ত সজনে শাক, ফুল বা ডাঁটা চোখের জন্য যেমন উপকারী তেমনি শরীরের ব্যথা বেদনা প্রদাহজনিত সমস্যার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কার্যকরী। শরীরে সুগারের ভারসাম্য ঠিক রাখতে সজনে শাক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের বাঙালীর ঘরে ডাল দিয়ে সজনে ডাঁটা খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। এর ফলে ডালের অ্যামাইনো অ্যাসিড শরীরে তাড়াতাড়ি শোষিত হয়। প্রত্যেক শাক সম্পর্কিত আলোচনায় যে সমস্যার কথা বারে বারে উঠে আসছে তাহল কিডনির পাথরজনিত সমস্যা। যাদের কিডনিতে পাথর রয়েছে তারা এই শাক সামান্য পরিমাণে খেতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের শাকের যেহেতু বিভিন্ন ধরনের গুণ রয়েছে সেক্ষেত্রে সব ধরনের শাকই মিলিয়ে মিশিয়ে খাদ্য তালিকায় রাখা যেতে পারে।

প্রাণীসম্পদের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা

রাজীব চৌধুরী: প্রাণীসম্পদের সৃষ্টি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদ সমৃদ্ধশালী ও মানবজাতি স্বনির্ভর হয়। এই সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁয় কিছু মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতা ও চিন্তার ফসলে তৈরি হল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বনগাঁ সোসাইটি ফর হিউম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল রির্সোস ওয়েলফেয়ার। এই সংস্থাটি মাত্র তিন হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে পথ চলা শুরু করে বছর খানেক আগে। শুরুতে গ্রামে গ্রামে প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা, প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং সবুজ ঘাস চাষ করার মধ্যেই তাদের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে চারশোর বেশি গ্রামে দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে চারটি, যেখানে দৈনিক প্রায় কুড়ি হাজার লিটারের বেশি দুধ শীতলীকরণ করা হচ্ছে। খুব শীঘ্র গাইঘাটাতে দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি করার জন্য ডেয়ারি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সংস্থার সভাপতি প্রবীর শংকর ভট্টাচার্য জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রাণী চিকিৎসা শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এখন প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষিত বেকার যুবক সংগঠনের ছত্রছায়ায় এসে কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাথমিক গো-চিকিৎসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

নারকেল: ভালো ফলন পেতে পরিচর্যা জরুরী

নাসিরুদ্দীন গাজী: ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নারকেলের চাষ বেশি না হলেও পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র নারকেল গাছের দেখা মেলে। দু একটা নারকেল গাছ গ্রামবাংলার প্রায় সব বাড়িতেই থাকে। এসব গাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। এর মধ্যে নারকেল ঝরে পড়া একটি প্রধান সমস্যা। সাধারণত: নারকেল গাছে ফুল আসার পর থেকে ডাব পর্যন্ত নারকেল ঝরে পড়ার কয়েকটি কারণ আছে। যেমন-ফুলের পরাগ সংযোগ না হওয়া, কচি ফলগুলিতে পোকার আক্রমণ ঘটা, মাটিতে সারের অভাব হওয়া, নারকেলের ভেতর শাঁস তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটা এবং মাটিতে জলের অভাব সহ বিভিন্ন কারণ হতে পারে। একসঙ্গে কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হলে, অন্য গাছ থেকে পরাগ রেণু স্ত্রী ফুলে পড়ে না অথবা পরাগ যোগ ঘটার আগে বৃষ্টির জলে পরাগ রেণু ভেসে যায়। সেজন্য একটি বা দু'টি নারকেল গাছ না লাগিয়ে জায়গা থাকলে এক সঙ্গে ১০-১৫টি গাছ লাগানো যেতে পারে।

রোগ বা পোকার আক্রমণ হলে ওষুধ প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নারকেল ফুল বা ফলে পোকার আক্রমণ ঘটলে ২মিলি রগর এক লিটার জলে মিশিয়ে ফুলের ওপর ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের কুঁড়ি বা পচা রোগের জন্য ১ শতাংশ শক্তিযুক্ত বর্দো মিশ্রণ গাছের মাথায় বিশেষ করে পাতার গোড়ায় ভাল করে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত: মাটিতে সারের অভাব হলে কচি অবস্থায় নারকেল বেশি করে ঝরে পড়ে। নারকেল গাছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ সারের সঙ্গে সুহাগা প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। পটাশ সারের অভাব হলে নারকেলের শাঁস গঠনে ব্যাঘাত হয় ও নারকেল ঝরে পড়ে। সেজন্য গোবর সার বা পচন সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার মিশিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে এক অংশ বর্ষার আগে এবং অন্য অংশ বর্ষার পর প্রয়োগ করতে হবে।

খরার পর ভারী বৃষ্টিপাত হলে গাছে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে ছোট ছোট নারকেলগুলো ঝরে পড়ে। সেজন্য খরার সময় নারকেল গাছের গোড়ায় ১৫-২০ দিন পরপর জল দেওয়া প্রয়োজন। জমিতে জলের অভাব হলে বা প্রতিকূল অবস্থায় ফল এবং ডাটার গোড়ায় এবসাইজিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ফল ঝরে পড়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ৬০ পি পি এম শক্তির ২-৪ ডি মিশ্রণ ফুলের ডগায় ৭ দিন পর পর ৪ বার প্রয়োগ করলে ঝরে পড়া বন্ধ হয়। প্লোনোফিক্স জাতীয় হরমোনের ১০ পি পি এম মিশ্রণ নারকেলের ফুলে এবং পরে ২০ পি পি এম নারকেলের ডাটায় প্রয়োগ করলে নারকেল ঝরে পড়া বন্ধ হয়।

তাছাড়া ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে নারকেলের ফলন ঝরে যায়। এক্ষেত্রে সাইকেল ভ্যানের টায়ার কাটা লম্বা সাপের মত করে রেখে দিলে উপকার মেলে। অনেক নারকেল বাগানেই টায়ার লম্বা করে গাছের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। সুস্থ এবং রোগ পোকার আক্রমণ না থাকা গাছের নারকেল হরমোনের জন্য সাধারণত: ঝরে পড়ে। এক্ষেত্রে কচি কচি ডাব ধরা মাত্রই শিশের ডগায় ইট বেধেঁ নুইয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

কৃষি খামারে মাছ চাষের পরিকল্পনা

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে ১৯৬ টি কৃষি খামারের মধ্যে ৭৫টিতে মাছ চাষের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য কৃষি দপ্তর। এই মাছ চাষে সাহায্য ও পরামর্শ দেবে রাজ্য মৎস্য দপ্তর। ইতিমধ্যে চারটি জেলার কোন কোন কৃষি খামারে মাছ চাষ করা হবে তা ঠিক করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৯ টি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯টি, বাঁকুড়ায় ১২ টি এবং পুরুলিয়ায় ২২ টি পুকুরে মাছ চাষ করা হবে। পুরুলিয়া জেলার সাঁতুড়ি ব্লকের বীজ খামারের ৪ একর জলাশয়ে রুই, কাতলা এবং মৃগেল মাছের চালা পোনা ছাড়া হয়।

ভালোবাসার গল্প লিখেছি অল্প

সুমিত্রা মারান্ডি, তারাশোল, বীরভূম

সবটাই আমার মনের কথা
লিখতে গিয়ে ভরে গেল খাতার পাতা।
চোখের দেখায় আঁকা ছবি
আমি কিন্তু নয় গো কবি।
শহর পেরিয়ে গ্রামের পর গ্রাম
রাজপথ ছাড়িয়ে ধরলাম মেঠো পথ।
কেউতো বললনা, দাঁড়িয়ে দেখি একটুখানি
অথচ ওরাই তো মোদের আপনজন
ওদের আমি ভালই চিনি।
লোক কল্যাণ পরিষদের দাদারা
দেখালো মোদের অনেক কাজ,
রাস্তার পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে
কত সবুজ গাছ।
অনেক গল্প, অনেক কিছু হল মোদের জানা
আরও কত নতুন জিনিস, মন্দির, মসজিদ
হল মোদের চেনা।
শুনেছি, পড়েছি বরেণ্য লেখক তারাশঙ্করের লেখা
এতদিনে সুযোগ হল তার গ্রামটি দেখা।
লাভপুর যেন মেতেছে আজ
সবুজ, শিক্ষা আর উন্নতির ছোঁয়ায়
বুক ভরে সব তুলে নিলাম স্নেহ, ভালোবাসায়।
এই বার্তা রটে যাবে আমাদের গ্রামে
সাধুবাদ জানাবে সবাই লোক কল্যাণের নামে।
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মোরা পেয়েছি আনন্দ,
উন্নয়নের নামে এবার ঘুচবে সব দ্বন্দ্ব।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত